BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)
"Made in Bangladesh with Pride"
BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H 1, Sector 17, Uttara, Dhaka-1230.

Ref:

তারিখ ঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

জনাবা নাজমা ইয়াসমীন
পরিচালক
বিলস্

বিষয় ঃ বিলস্ এর পত্রের প্রেক্ষিতে বিজিএমইএ'র উত্তর।

জনাবা ইয়াসমীন,

বিজিএমইএ'র বিবৃতির উপর বিলস্ এর বক্তব্য সুস্পষ্ট করার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা সর্বদাই বিলস্ সহ সকল অংশীজনের মতামতকে গুরুত্বের সাথে দেখি। বিগত চার দশকে গড়ে উঠা আজকের এই পোশাক শিল্প আমাদের সকলের। তাই শিল্পকে ঘিরে আপনার মতামত ও বিশ্লেষণ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি, আমাদের মতবিভেদ থাকতেই পারে যা আমরা অত্যন্ত সম্মান ও সহিষ্ণুতার চোখে দেখি। আমরা মনেকরি শিল্পকে নিয়ে সকল আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ বস্তুনিষ্ঠ ও ন্যায়সঙ্গত হওয়া উচিত। একপেশে ও মনগড়া ধ্যান-ধারণা প্রসুত বক্তব্য ও বিবৃতি শিল্প ও শিল্পের উপর নির্ভরশীল মানুষের জন্য কল্যানকর হতে পারে না। আপনার প্রেরিত পত্রে আমাদের দৃষ্টিতে এরকম কিছু অসঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য দৃশ্যমান হয়েছে, যা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিম্নে উপস্থাপন করছি ঃ

১। বিগত ২০ জুলাই ২০২০ ইং তারিখে বিলস্ কর্তৃক আয়োজিত ওয়েবিনারে যে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয় তার সাথে বিলস্ের সংবাদ সম্মেলনের কোন সম্পৃক্ততা নেই বলে উল্লেখ করা হলেও এই উভয় আয়োজনই বিলস্ এর, এবং এই উভয় আয়োজনে উপস্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণকে অভিন্নভাবে দেখার কোন অবকাশ নেই (যদি না এর কোন একটিকে অসত্য বলে মেনে নেয়া হয়)। উপরন্তু ২০ জুলাই তারিখে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধের অনেক তথ্য ও বিশ্লেষণের প্রতিফলন আমরা ২৭ আগষ্টের 'প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে' দেখতে পাই। অতএব, বিলস্ের এই দুইটি উপস্থাপনা কীভাবে একে অপরের সাথে 'সম্পর্কিত নয়' তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। কোন্ কোন্ যায়গাগুলোতে এই উপস্থাপনগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কিত নয় সেটি তুলে ধরা আবশ্যক ছিল। ২০ জুলাই এর ওয়েবিনারে উপস্থিত বিজিএমইএ'র সম্মানিত পরিচালক তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং হয়তবা বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে কোন প্রকার সমালোচনা থেকে বিরত থেকেছেন। তবে যেহেতু আপনারা স্বীকার করে নিয়েছেন যে আপনাদের বক্তব্যে "ভুল-ত্রুটি" ছিল, সেই "ভুল-ত্রুটি" গুলো ২০ জুলাইয়ের মূল প্রবন্ধেও বিদ্যমান ছিল বলে আমরা দেখেছি এবং এ ধরনের ভুল-ত্রুটি মেনে নেয়ার সুযোগ নেই। ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারে গবেষণার ত্রুটি এবং ভুলের বিষয়টি স্বীকার পূর্বক আপনাদের নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছেঃ

"বিলস এর ভাইস চেয়ারম্যান আমিরুল হক আমিন স্বীকার করেছেন যে, গবেষণার অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রতিবেদনের তথ্যসমূহ কমপক্ষে দুই মাস পুরানো। আমিন টেলিফোনে ডেইলি স্টারকে বলেন, 'এই সময়ের

Ref:

মধ্যে, পোশাক খাতের পরিস্থিতি অনেকটা উন্নত হয়েছে। কারণ পাওনা ও চাকরিচ্যুতি নিয়ে শ্রম অশান্তি প্রায় ছিল না। চাকরির হারানো ও কারখানা বন্ধের সংখ্যা আমাদের হালনগাদ করা উচিত ছিল।' গবেষণার সীমাবদ্ধতা ছিল এবং হালনাগাদ তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল বলে বিলস এর পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন একমত প্রকাশ করেন। যে কোনও বিভ্রান্তি এড়াতে শীঘ্রই মিডিয়াতে তিনি সর্বশেষ তথ্য সরবরাহের আশ্বাস প্রদান করেন।"

সূত্রঃ ডেইলি স্টার (https://www.thedailystar.net/business/news/misleading-exaggerated-dated-1953277)

২। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে, একটি বিষয়ে আপনারা পূর্বাপর সংশয়/ confusion তৈরী করছেন যা হল কোভিড-১৯ এর ফলে শিল্পে সৃষ্ট ঝুঁকি, অক্ষমতা, ইত্যাদি জনিত সংকটের সম্ভাবনা এবং বাস্তবতা। সম্ভাবনা ও বাস্তবতা দুটি ভিন্ন বিষয়। অবশ্যই আমরা সংকটের সম্ভাবনার/ ঝুঁকির বিষয়টি বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরেছি, তবে সরকার ও শ্রমিক ভাই-বোন সবাইকে সাথে নিয়ে সেই সংকট মোকাবেলাও করেছি। আপনাদের ২৭ আগষ্টের বক্তব্যে উল্লেখ ছিল "করোনাকালীন সংকটে এই খাতে বেকার হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৬৮৪ জন শ্রমিক", যা কোন অবস্থায়ই সত্য নয়। এটি যদি আশঙ্কা হিসেবে আখ্যায়িত করা হত, সেটি মেনে নেয়া যেত। অতএব, জাতীয় দৈনিক সমূহে বিজিএমইএ'র বরাত দিয়ে প্রকাশিত সংবাদের ভুল ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর কোন অবকাশ নেই। আর কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে একসাথে কাজ করার যে আগ্রহ আপনারা ব্যাক্ত করেছেন আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই, তবে এই আগ্রহটি আপনারা ২৭ আগষ্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের আগে প্রকাশিত হলে এসকল সংশয় ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি এড়ানো যেত।

৩। কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় "যৎসামান্য প্রচেষ্টার" যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা নিছক দায় সারা দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখার সুযোগ নেই। তাজরীন ও রানা প্লাজা দূর্ঘটনার পর বিলস্‌সহ অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলো যে ভূমিকা পালন করেছে, আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীরা যেভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, আর নিরাপত্তার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে উদ্যোক্তারা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা নিঃসন্দেহে সবাই কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবেন। তবে চলমান কোভিড সংকট মোকবিলা প্রসঙ্গে রানা প্লাজা ও তাজরীন পরবর্তী ঘটনার ব্যাখ্যা কীভাবে প্রাসঙ্গিক হল তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে সে সময়ে আপনাদের গৃহীত প্রচেষ্টার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনারা ২৪৭৫ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকার খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছেন, তবে শুধুমাত্র ২৪৭৫ জনের মধ্যে (মোট শ্রমিকের ০.০৬%) খাদ্য সহায়তা বিতরনের পাশাপাশি শ্রমঘন আবাসস্থলগুলোতে স্বাস্থ্য-সচেতনতা বিষয়ক প্রচারণা/ প্রশিক্ষণ করতে পারলে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিক ও জনগোষ্ঠি উপকৃত হতে পারত।

৪। আমাদের বিবৃতিতে শ্রমিক ভাই-বোনদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিশেষকরে কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে তাঁদের সুশৃঙ্খল অবস্থান ও সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করা উচিত ছিল, বিষয়টি উহ্য হওয়ায় আমরা দুঃখিত। তবে কোনভাবেই শ্রমিক ভাই-বোনদের এই অবদান আমরা অস্বীকার করছি না। আমরা আশা করব, শ্রমিকদের প্রতি সম্মান ও তাঁদের অবদানের স্বীকৃতির বিষয়টি আপনারা যেভাবে উল্লেখ করেছেন, ঠিক সেভাবেই আপনাদের প্রতিটি কর্মসূচী ও বিবৃতিতে উদ্যোক্তা ভাই-বোনদের অবদানের বিষয়টিও আপনারা সমগুরুত্বের সাথে তুলে ধরবেন, এবং উদ্যোক্তা তথা শিল্পের জন্য মানহানিকর কোন

BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)
"Made in Bangladesh with Pride"
BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H 1, Sector 17, Uttara, Dhaka-1230.

Ref:

প্রকার বক্তব্য বিবৃতি কিংবা কর্মসূচী থেকে বিরত থাকবেন। স্বীকৃতি ও সম্মানের বিষয়টি পারস্পরিক, যা একতরফাভাবে আশা করা ঠিক নয়।

৫। এখানে শ্রমিকের পায়ে হেঁটে ঢাকায় ফেরার বিষয়টিতে আপনারা যে সহমর্মিতা আশা করছেন সে বিষয়টিতে আমরা এই মর্মে দ্বিমত পোষণ করছি যে, কোভিড মহামারির সূচনালগ্নে শ্রমিকদের শহর ছেড়ে গ্রামে যাওয়ার বিষয়টি নীরব দর্শকের মত দেখা আমার, আপনার ও সকলের ব্যর্থতা ছিল। কারখানাগুলোর পাশাপাশি শ্রমিক সংগঠনগুলোর দায়িত্ব ছিল শ্রমিকদের সচেতন করা।

৬। আমরা আপনাদের উপলব্ধি থেকে আশ্বস্ত হলাম যে, যে কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা বিলস্‌ের নিকট যোগাযোগ করতে পারতাম, সেক্ষেত্রে আমরা তা না করে জনসন্মুখে কিছু "অনাকাঙ্খিত" শব্দচয়ন করেছি। আসলে এই বক্তব্যটি বিলস্‌ের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য, কেননা আপনারা যখন সংবাদ সম্মেলন করে জনসন্মুখে অসত্য, মনগড়া, বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দিলেন, আমাদের পক্ষে সে সময়টিতে জনগনের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য একটি সংবাদ বিবৃতি প্রদান করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। সংবাদ সম্মেলন করে গণমাধ্যমে বিজিএমইএ'র বরাতে প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে মূল প্রবন্ধ, কিংবা লিখিত বক্তব্য, কিংবা সংবাদ বিজ্ঞপ্তি তৈরী ও তা প্রকাশ করার পূর্বে বিজিএমইএ'র সাথে আলোচনা করার উদ্যোগটি আপনারাও নিতে পারতেন। সেটি না করে জনমনে তৈরি বিভ্রান্তি দূর করার জন্য আমাদের বস্তুনিষ্ঠ বিবৃতির বিরোধিতা করার বিষয়টিকে আপনার নিজস্ব মূল্যায়নের উপর ন্যস্ত করলাম। বরং শুধুমাত্র মিডিয়াতে দু'একটি যৌক্তিক প্রশ্নোত্তর ছাড়া এধরনের আত্ম-স্বীকৃত বিভ্রান্তি ও ভুলগুলো তুলে ধরে আপনার সংগঠন থেকে কোন "সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বা স্পষ্টীকরণ নোট" প্রকাশ করা হয়েছে বলে আমাদের নজরে আসেনি।

আমরা সর্বদাই ন্যায়, সত্য ও গঠনমূলক চিন্তা ও কর্মে বিশ্বাস করি। যেকোন প্রকার গঠনমূলক সমালোচনা আমরা স্বাগত জানাই, কারন এর মাধ্যমে আমাদের আত্মশুদ্ধি হয়। তবে অপপ্রচারের নিন্দা আমরা সবসময়ই জ্ঞাপন করব। আমাদের সাথে অধিকতর সহযোগিতার প্রত্যাশাটি আমরা সাধুবাদ জানাই এবং আমরা মনেকরি বিজিএমইএ ও বিলস্ একসাথে কাজ করলে গঠনমূলক অনেক কিছুই করা সম্ভব।

ধন্যবাদান্তে,

নাসিম উদ্দিন
উপ-সচিব, যোগাযোগ
বিজিএমইএ

অনুলিপিঃ

১. সভাপতি, বিজিএমইএ
২. নির্বাহী পরিচালক, বিলস্
৩. জনসংযোগ বিভাগ, বিজিএমইএ